হজ ২০২৪ (শেষ পর্ব): এবার কেনো এত মানুষ মারা গেল?

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন

জুন থেকে সেপ্টেম্বর, এই চার মাস হল সৌদি আরবের গ্রীষ্মকাল। বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় গড় তাপমাত্রা এই চার মাসেই সবচেয়ে বেশী (ছবি দেখুন)। জুন মাসের গড় তাপমাত্রা ২৯-৪৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস দেখালেও দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কখনো ৫০ ডিগ্রী অতিক্রম করে যায়। সমস্যা হল রাতের বেলাতেও তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রীর নীচে নামেনা।

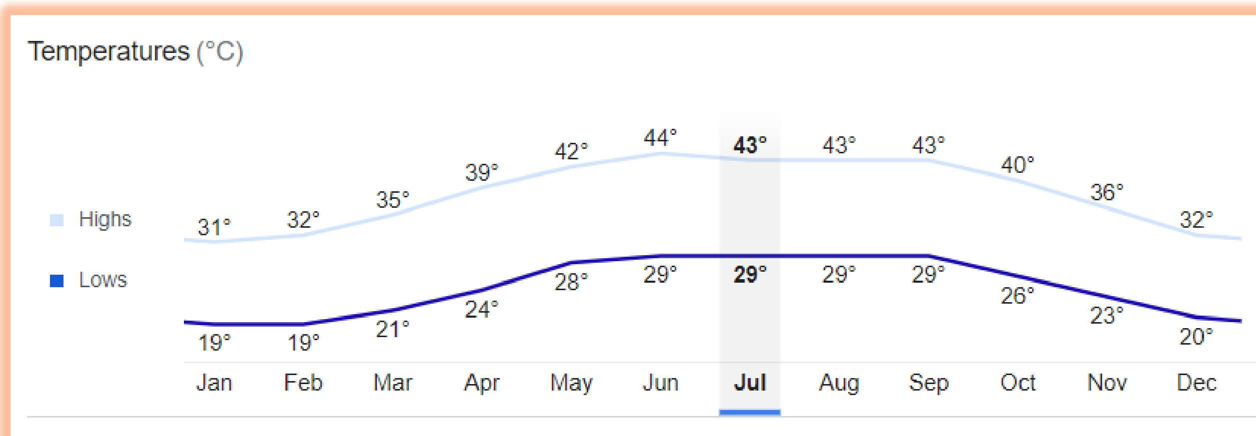

সূত্র: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA)

ইসলামিক ক্যালেন্ডার চান্দ্র মাস অনুযায়ী হয় বলে হজের তারিখ গ্রেগরীয় বা ইংরেজী বছরের তুলনায় ১১ দিন ছোট হয়। ফলে ইংরেজী ক্যালেন্ডারে হজের তারিখ প্রতি বছর পরিবর্তন হয়। সেই হিসাবে আগামী ৪ বছরের মধ্যে হজ পিছিয়ে গিয়ে এপ্রিল মাসে পড়বে। হাজীদের তখন এখনকার মত প্রচন্ড গরমের মধ্যে হজ করতে হবেনা। এতএব আগামী কয়েক বছরে যারা হজে যাবেন তাদের হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। প্রতি বছর ১১ দিন করে পিছিয়ে গিয়ে আনুমানিক ২০৫২ এবং ২০৮০ সালে আবারো হজ গ্রীষ্মকালে ফিরে আসবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য হজের সময় হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি পাঁচ গুন বেড়ে যাবে। তার মানে ভবিষ্যতে হজ করতে গিয়ে হাজীদের আরো বেশী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।।

অতীতে হজের মওশুমে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বহু হাজীর প্রানহানি ঘটেছে। ১৯৯০ সালে ভীড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে সৌদি সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৪৬২ জনের মৃত্যু হয়। ২০১৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পদদলিত হয়ে ৭৬৮ জনের মৃত্যু হয়। এর মাত্র সু'সপ্তাহ আগে ১১ই সেপ্টেম্বর একটি ভ্রাম্যমান ক্রেন ভেঙে পড়ে মসজিদুল হারামের কাছে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়। আর এবছর প্রচন্ড গরমের কবলে পড়ে প্রায় ১৩০০ হাজীর মৃত্যু হয়েছে। তবে যে সব হাজী নিখোঁজ রয়েছে তাঁদের এই সংখ্যায় ধরা হয়নি। বেসরকারী হিসাবে এছরের মৃতের সংখ্যা সৌদি সরকারের হিসাব থেকে অনেক বেশী।

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এবার যে সব হাজী মারা গিয়েছেন তাদের ৮৫% শতাংশ হলেন অনিবন্ধিত হজ যাত্রী অর্থাৎ যারা অবৈধ উপায়ে হজে যোগ দিয়েছিলেন। হজের খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ও বয়সের কারণে অনেকে অবৈধ উপায়ে হজ করার চেষ্টা করেন। অনেক অসৎ এজেন্সি মানুষকে মক্কায় আসলে হজ পারমিটের ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়। কিন্তু পরে তাদের দেখা মেলেনা।

অবৈধভাবে হজ করা বন্ধ করার জন্য জিলক্বদ ও জিলহজ এই দুই মাস যেসব বিদেশীরা ভিজিট ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে যান তাদের জিদ্দা বিমান বন্দরে নামতে দেয়া হয়না। তারা কেবল মদিনা, রিয়াদ ও দাম্মামে যেতে পারেন। তবে অনেকে হজের আগে ভিসিট ভিসা নিয়ে অন্য শহরে এসে হজের সময় বিভিন্ন পথ ধরে হজ স্থলে পৌছান। হজ পারমিট না থাকায় তাঁরা কোথাও নিবন্ধিত হতে পারেন না। এই ধরণের হজযাত্রীরা মিনা, মুজদালিফা কিংবা আরাফাতের কোথাও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবু, খাবার ও পরিবহন সংক্রান্ত কোনো সুযোগ সুবিধা পাননা। কোনো প্রকারে মক্কায় পৌছানোর পর তাঁরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে নেন।

মিনা কিংবা আরাফাতের তাঁবুর ভেতরে কতজন হাজী থাকবেন তা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। নিবন্ধিত হাজী নাহলে আরাফাত কিংবা মিনার তাঁবুতে প্রবেশাধিকার নাই। তবে অনেকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পরিচিতির কারণে তাঁবুতে জায়গা করে নেন।

আরব দেশের বহু মানুষ যাদের সামর্থ নাই তাঁরা অবৈধ উপায়ে হজ করতে আসেন। ভাষা ও কৃষ্টিগত মিল থাকায় অন্যান্য আরব দেশের নাগরিকরা খুব সহজেই স্থানীয় নাগরিকদের সাথে মিশে যেতে পারেন। উল্লেখ্য এবারে হিটস্ট্রোকে মারা যাওয়া মৃত হাজীদের ৪৬ শতাংশই ছিলেন আরব দেশ মিসরের নাগরিক। এইসব হাজিদের অনেকেরই হজ পারমিট ছিলনা। ফলে তাঁরা হাজিদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

অবৈধ উপায়ে হজ বন্ধ করার জন্য সৌদি সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে পারমিটবিহীন হাজীদের খুঁজে বের করা দু:সাধ্য কাজই বটে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি নিবন্ধিত হাজীকে 'নুসুক' আইডি কার্ড দেয়া হয় যা দেখে বৈধ হাজীদের সনাক্ত করা যায়। মক্কায় অবস্থানকালে অনেকবার রাস্তাঘাটে আমাদের নুসুক কার্ড চেক করা হয়েছে। এছাড়া জিদ্দা থেকে বাসে করে মক্কা ঢোকার সময় অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার লক্ষ্যে হাজীদের বাস থামিয়ে কয়েকবার ব্যাপক চেক করা হয়। বিভিন্ন আবাসিক ভবনেও অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের উচ্ছেদ করে দেশে পাঠানো হয়। সৌদি নাগরিক যাদের হজ করার অনুমতি নাই তারা নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানা করা হয় এবং বিদেশীদের জন্য পরবর্তী ১০ বছরে বা আজীবন সৌদি প্রবেশ নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে। বৈধ হজ পারমিট ছাড়া হজ করা শরিয়ত মোতাবেক জায়েজ নয় জানা থাকার পরও মানুষকে অবৈধ উপায়ে হজ করা থেকে বিরত করা যাচ্ছেনা।

এবারের হজে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে জিলহজ মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ কুরবানীর দিন বেশী হাজীর মৃত্যু হয়। এ সময় তাপমাত্রা ৫১.৮ ডিগ্রীতে উঠে যায় যা হাজীদের কাবু করে ফেলে। মুজদালিফা থেকে জামারাত, জামারাত থেকে মিনার পথে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছিল। মিনা ও আরাফাত ক্যাম্পে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ থাকলেও মুজদালিফা থেকে জামারাত এবং জামারাত থেকে মিনায় ফেরার পথে পানির অভাব ছিল। ফলে সূর্যতাপ ও গরমের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম ছাড়া দীর্ঘ পথ হেঁটে মিনায় যাবার পথেই বেশীরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তবে ওই দিন যারা মিনায় না গিয়ে মক্কায় গেছেন তাঁরা বেঁচে যান। আমাদের মুয়াল্লেম ১০ই জিলহজ বড় শয়তানের প্রতিকী স্তম্ভে কংকর নিক্ষেপ করে আমদের মক্কার হোটেলে নিয়ে যান এবং আবার রাতে মিনা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এ নিয়ে প্রথমে একটু মনক্ষুন্ন হলেও আমাদের মুয়াল্লেমের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা পরে বুঝতে পারি।

আরাফাত থেকে মুজদালিফার দূরত্ব হচ্ছে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার আর মুজদালিফা থেকে মিনার দুরত্ব হচ্ছে ৫ কিলোমাটার। অন্যদিকে মিনা থেকে জামারাতের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। মিনা ক্যাম্প ও মুজদালিফায় একজন হাজীর তাঁবুর অবস্থানের উপর এই দুরত্ব কম-বেশী হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর তুলনামূলক অবস্থান বুঝার জন্য একটি ম্যাপ দিলাম।

ম্যাপ থেকে দেখা যায়, আরাফাত থেকে মুজদালিফা কিংবা মিনা যাবার জন্য পরিবহন না থাকলে হাজীদের প্রচন্ড গরমের মধ্যে ১০-১৩ কিলোমিটার অতিরিক্ত হাঁটতে হয়। হায়াদ্রাবাদের এক হাজী জানালেন তিনি প্রায় ৪০ কিলোমিটার হেঁটেছেন। আমার মোবাইলে ফোনের স্টেপ কাউন্টারে দেখলাম ওই দিন আমাকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে। আরাফাত থেকে মিনা ক্যাম্প পর্যন্ত বাস সার্ভিস থাকায় আমাদের তুলনামূলকভাবে কম হাঁটতে হয়েছে।

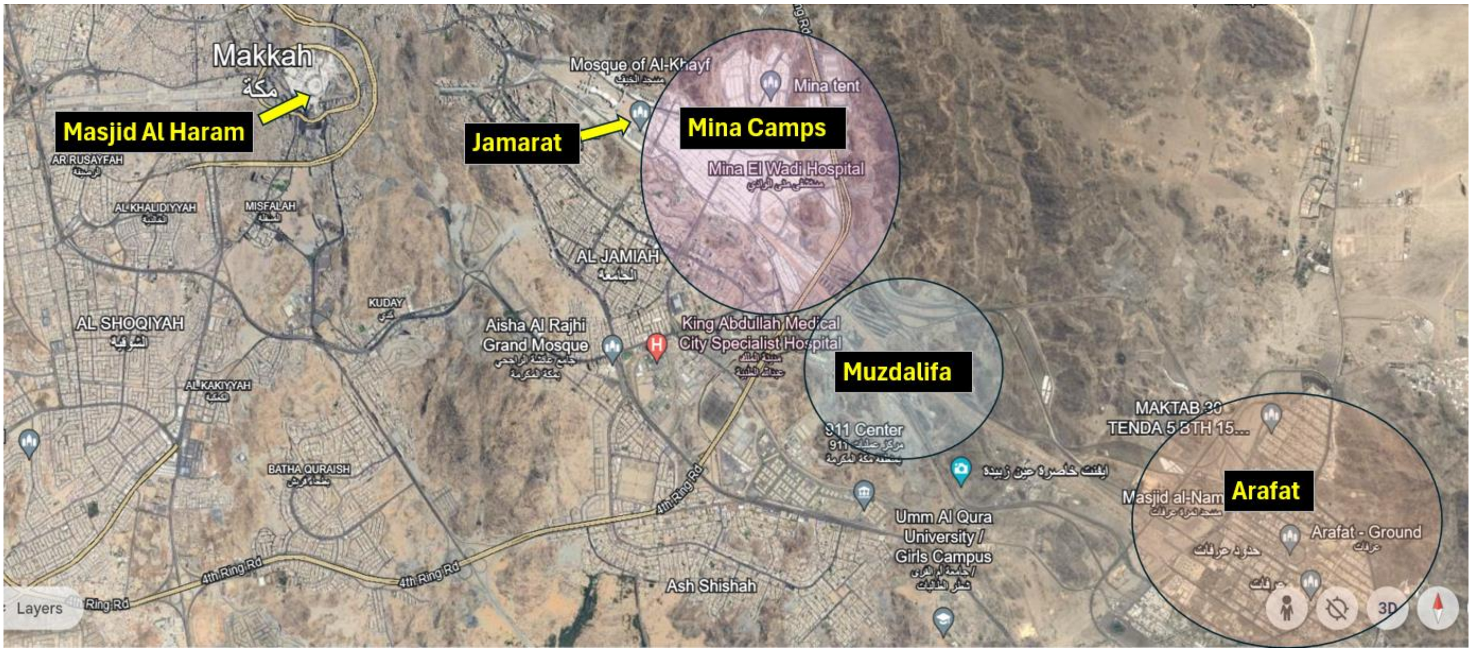

আরাফাতে অবস্থানের পর দিন মুজদালিফা থেকে ফজরের নামাজের শেষে প্রতিকী শয়তানের স্তম্ভে পাথর নিক্ষেপের জন্য হাজীরা জামারাতের দিকে যাত্রা শুরু করে। দিনের আলো ফুটে উঠে যখন গরম পড়তে শুরু করে তখন হাজীরা খাবার জন্য পানি পাননি এবং রাস্তায় ছিলনা কোনা ছায়া। রাস্তার আশে পাশে কিছু water kiosk থাকলেও তাতে পানি সরবারাহ ছিলনা। পথে সময় সময় হাজীদের উপর পানি স্প্রে করা হলেও তা গরম কাটাতে সাহায্য করেনি। জামারাতে অনেক হাজীদের ৩ কিংবা ৪ তলাতে উঠিয়ে দেয়া হয়। এই পথে হাজীদের পাহাড় বাইতে হয়েছে এবং জামারাতের যাবার রাস্তাও ছিল অনেক দীর্ঘ। ফলে অনেক হাজী ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে পড়েন। জামারাতে কংকর নিক্ষেপের তৃতীয় দিন আমাদের তিন তলায় তুলে দেয়া হলে এক পর্যায়ে আমার স্ত্রী ক্লান্তি ও অবসাদে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে আমাদের কাছে হাইড্রালাইট ও পর্যাপ্ত পরিমানে পানি ছিল বলে সে যাত্রায় আমরা কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। আমাদের ক্যাম্পে প্রত্যক্ষদর্শী হাজীদের কাছে শুনেছি পানির অভাবে হাজীদের কষ্টের কথা। তারা দেখেছেন রাস্তার পাশে ফুটপাতে অসংখ্য হাজীদের অজ্ঞান হয়ে ও মৃত পড়ে থাকতে।

হজের সময় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভীড় নিয়ন্ত্রনের কৌশল দেখে অবাক হয়েছি। কাউকে কোনো অবস্থায় রাস্তায় থামতে দেয়া হচ্ছিলনা। মানুষ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন অনুনয় বিনয় করার পরও তাদের কোথাও বিশ্রাম নিতে দিচ্ছিলনা পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ হঠাৎ করে ব্যরিকেড দিয়ে রাস্তা আটকে দিচ্ছিল, ফলে হাজীরা অপ্রয়োজনীভাবে দীর্ঘ পথ হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। মানুষ যখন একটু আশ্রয়ের জন্য হাঁসফাঁস করছিল তখন পুলিশ তাদের সাথে কর্কশ ব্যবহার করছিল। অসুস্থ মানুষের সংখ্যার তুলনায় প্যারামেডিক্স ও অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ফলে হাজিরা পর্যাপ্ত সেবা পাননি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকার ৩০ মিনিটের মধ্যেও অ্যামবুল্যান্সের দেখা মেলেনি। এভাবে প্রয়োজনীয় জরুরী চিকিৎসার অভাবে বহু হাজির মৃত্যু হয়েছে।

হজ হচ্ছে বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মহা মিলনমেলা। অথচ এমন একটি আর্ন্তজাতিক সমাবেশ নিয়ন্ত্রণের ভার যাদের উপর দেয়া হয়েছে তারা আরবী ছাড়া কোনো ভাষাই বুঝেনা। এমনিক রাস্তা-ঘাট ও ক্যাম্পের অবস্থানও জানেনা। তারা মানুষকে কিভাবে পথ দেখাবে? জামারাত থেকে ক্যাম্পে ফিরবার সময় অনেকেই পথ হারিয়ে ফেলেন। আমার এক কাতার প্রবাসী বাংলাদেশী বন্ধু মিনা ক্যাম্প খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উনি আরবী ভাষায় পারদর্শী কিন্তু তবুও পুলিশের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। পুলিশের সোজা সাপ্টা উত্তর হচ্ছে - আমরা জানিনা। সত্যি বলতে কি সৌদি আরব হজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বহু পদক্ষেপ নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু দু:খজনকভাবে সেগুলো কার্যকর ও যথেষ্ট নয়।

জামারাতে গিয়ে একজন বাংলাদেশী কানাডিয়ান হাজীয়ানের মুখে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা শুনে শিউরে উঠি। জামারাতে যাবার পথে উনার স্বামী অসুস্থ পড়লে হুইল চেয়ার ঠেলে উনি স্বামীকে জামারাতে নিয়ে যান। স্বামীর হুইল চেয়ারটা এক পাশে রেখে উনি কংকর নিক্ষেপ করে এসে দেখেন তাঁর স্বামী নেই। পাগলের এদিক ওদিক খোঁজা-খুঁজির পর নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলে। পুলিশ স্টেশনে গেলে স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাকে বলা হয় উনার স্বামী মারা গেছেন এবং উনার দাফনও সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে কোথায় দাফন করা হয়েছে সেটা তারা বলতে পারেনি। ওই মহিলা অনেকটা উদ্ভ্রান্তের মত স্বামীর শেষ ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

মানুষ বড় অংকের অর্থ দিয়ে হজ করতে যান। সেই অর্থ ব্যয় করে হজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আরো সুন্দর ও উন্নত করা সৌদি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। হজ্জ করতে গিয়ে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। কিন্তু বৈধ কিংবা অবৈধ যে ধরণের হাজিই হোক না কেন অবহেলা কিংবা অব্যবস্থাপনার জন্য কোনো মৃত্যু মেনে নেয়া যায়না।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২০০৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাজীদের সংখ্যার একটি গ্রাফ দেয়া হল। দেখা যাচ্ছে ২০১২ সালে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ হজ করেন (৩,১৬১,৫৭৩)। হাজীদের সংখ্যা কোভিডের জন্য কমে ২০২০ সালে মাত্র এক হাজারে নেমে আসে। এরপর ২০২১ সালে ৫৮,৭৪৫ জন থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে প্রায় ১৮ লক্ষেরও বেশী হয়েছে। সবচেয়ে বেশী হাজী যায় ইন্দোনেশিয়া থেকে (২,২১,০০০) এরপর পাকিস্তান, আর বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে। তবে অবৈধ হাজীদের সংখ্যা যোগ করলে মোট হাজীর সংখ্যা সরকারী হিসাবের চেয়ে অনেক বেশী হবে। এদিকে উচ্চ মূল্যের জন্য বাংলাদেশের কোটা খালি পড়ে থাকলেও ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া,ইউরোপ ও বহু আরব দেশ থেকে হজ করতে ইচ্ছুক মুসলিমদের সংখা বেড়েই চলেছে। হাজীদের কোটা বৃদ্ধির জন্য ওই দেশগুলো সৌদি সরকারকে চাপ দিচ্ছে।

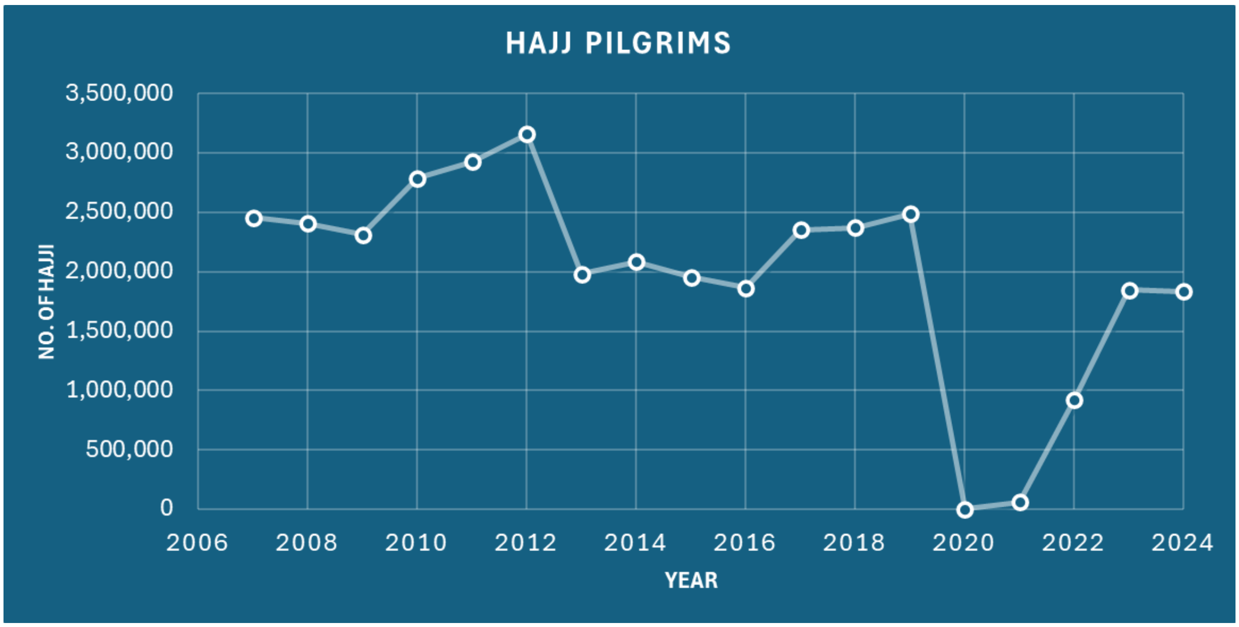

হজের সময় হাজীদের দেখভাল করা ও দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রতিবছর ৩-৪ হাজার হজ অফিসার সৌদি আরবে পাঠানো হয়। বিশেষ পোশাক পরিহিত এসব কর্মকর্তারা সর্বদা হাজীদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। মিয়ানমারের মিনা ক্যাম্পেও আমি এ ধরনের গাইড দেখেছি। তবে বাংলাদেশী হাজীদের সাহায্য করার জন্য সাথে কোনো হজ কর্মকর্তা চোখে পড়েনি। স্থানীয় পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনীকে হজ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য সৌদি সরকার বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেকের দল আহ্বান করতে পারে। যে কোনো মুসলিম দেশ এতে সাড়া দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হজ থেকে সৌদি সরকার প্রতি বছর প্রায় ১২-১৫ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যা সৌদি জিডিপি'র ২০ শতাংশ। এছাড়া সারা বছর উমরা থেকে অতিরিক্ত আয়ের পরিমান ৪-৫ বিলিয়ন ডলার। তাই হাজীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সৌদি সরকারের সমস্যা কোথায়?

দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করলেও অবশেষে এই বছর (২০২৪) আমার হজ করার সৌভাগ্য হয়। আগে উমরা করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি হজে না গেলে হজের ব্যাপ্তি ও আধ্যাত্মিকতার মানে বোঝা অনেকটা অসম্ভব। মক্কায় যাবার পরের দিনগুলো যেনো কেটেছে ঘোরের মধ্যে। মনে হচ্ছিল যেনো অন্য গ্রহে বসবাস করছি। সবাই পাল্লা দিয়ে ছুটছে কা'বার পানে। অন্য কোনো দিকে তাকানোর যেনো হুশ নেই কারো। সবাই চেষ্টা করছে কি করে বেশী বেশী সাদাকা করা যার, নেকী কামানো যায়। অনেকে দেদার দান-খয়রাত করছিলেন। ভালো কাজ করার জন্য যেন চলছিল প্রতিযোগীতা। কেউ জায়নামাজ, খাবার, ফোল্ডিং চেয়ার ও পানি ইত্যাদি কিনে মানুষের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। দেখলাম বাসের উঠার সময় অনেকে নিজে না উঠে আগে অন্যকে উঠার সুযোগ দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন এক নতুন পৃথিবী দেখছি। আহা! পৃথিবীটা যদি চিরকাল এমন থাকতো? তবে এর ব্যাতিক্রমও চোখে পড়েছে। হজের অর্থই হল ত্যাগ স্বীকার করা, নিজের আগে অন্যের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া, মানুষের সেবা করা, কোনো রকমের বিতর্কে জাড়িয়ে না পড়া

ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে দেখলাম। বিশেষ করে তোয়াফের সময় মানুষের মারমুখী মানসিকতা থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসতে পারতাম তাহলে তাওয়াফ করাটা অনেক স্বস্তিকর হত। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত হজের সরূপ সন্ধান করার তৌফিক দিন। আমিন। amamoon@gmail.com

জামারাতে মানুষের ঢল

জামারাতে কংকর নিক্ষেপ

জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করে নিজ গন্তব্যে ফিরছে সবাই

মসজিদুল হারামে নামাজ শেষে মিসফালামুখী মানুষের স্রোত

খাবারের জন্য লাইন

নামাজের ফাঁকে চায়ের বিরতি

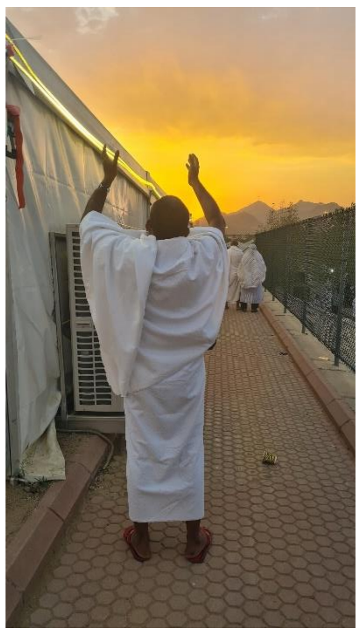

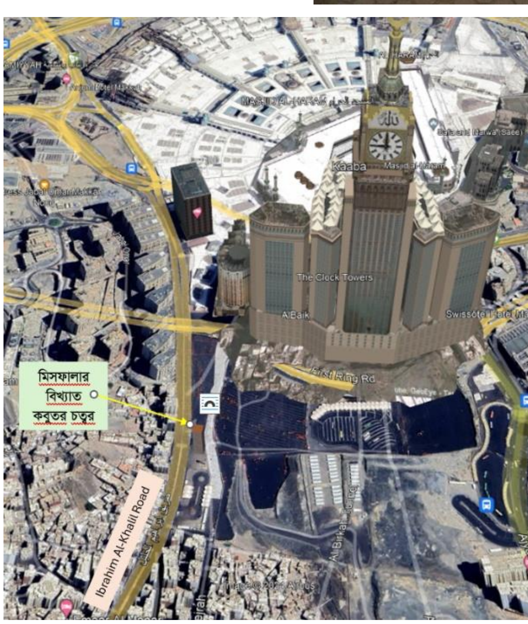
মিসফালার
বিখ্যাত
কবুতর চত্বর
Ibrahim Al-Khalil Road
Kaaba
The Clock Towers
AlBaik
First Ring Rd